বাংলা শব্দ ভান্ডার:-

বাংলা ভাষার বয়স প্রায় হাজার বছরের মতো। এই হাজার বছরে বাংলা ভাষা বিভিন্ন উৎস থেকে অজস্র শব্দ আরোহন করেছে, এবং এখনো করে চলেছে। ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন বাংলা শব্দের প্রধান দুটি উৎসের কথা বলেছেন। যথা-১. মৌলিক ও ২. আগন্তক।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে ড.সুকুমার সেনের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেখানো হল-

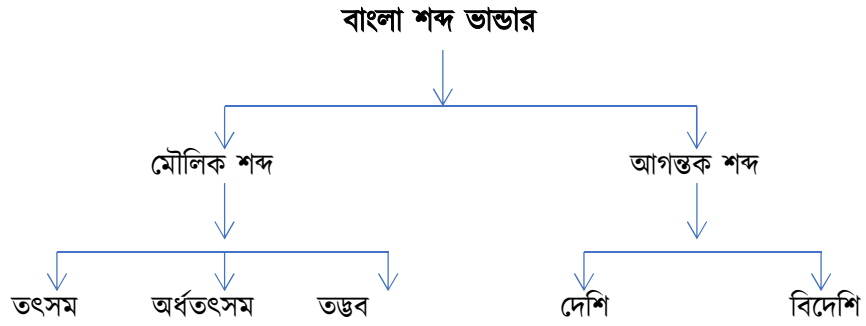

কিন্তু বর্তমানের অনেক ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেনের এই শ্রেণিবিভাগ মেনে নেন না। আধুনিক কালের ভাষাতাত্ত্বিকরা যেভাবে বাংলা শব্দ ভান্ডার কে বিভাজিত করেছেন সেই বিভাজন নিম্নে একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

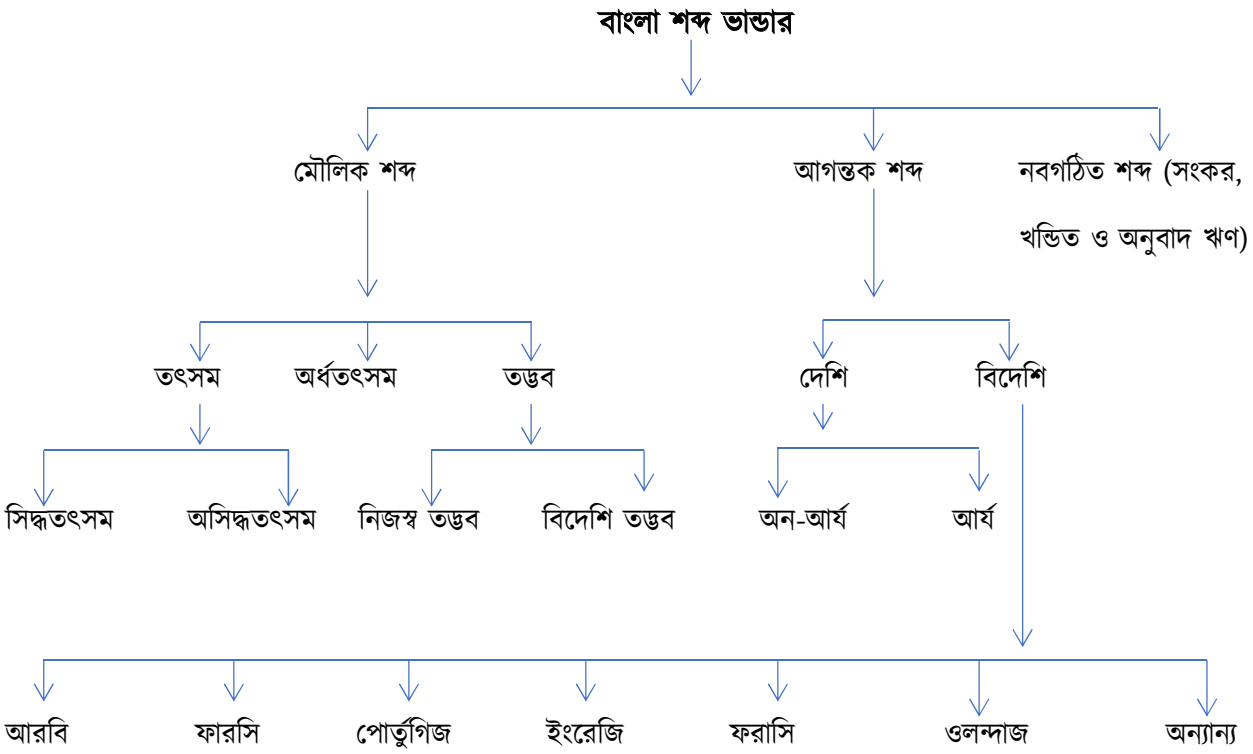

১. মৌলিক বা নিজস্ব শব্দ:- যে সকল শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলিকে মৌলিক শব্দ বলা হয়।

এই মৌলিক শব্দ আবার তিন প্রকার- ক. তৎসম শব্দ, খ. অর্ধতৎসম শব্দ এবং গ. তদ্ভব শব্দ।

১.ক. তৎসম শব্দ:- যে সমস্ত শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং অবিকৃত রূপে বাংলা ভাষায় টিকে আছে সেই সমস্ত শব্দ কে তৎসম শব্দ বলা হয়। যেমন:- পিতা, মাতা, শিক্ষালয়, আচার্য, শিক্ষক, সকল, পদ, ঘাস প্রভৃতি হল বাংলা শব্দ ভান্ডারের তৎসম শব্দের উদাহরণ। এই তৎসম শব্দ কে আবার অনেক ভাষাতাত্ত্বিক দুই ভাগে ভাগ করেছেন যথা- সিদ্ধতৎসম শব্দ ও অসিদ্ধতৎসম শব্দ

- ✓ সিদ্ধতৎসম শব্দ:- যেসব শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ সেগুলিকে সিদ্ধতৎসম বলা হয় যেমন:- সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, লতা, প্রভৃতি শব্দ।
- ✓ অসিদ্ধতৎসম শব্দ:- যে সকল শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ শুদ্ধ নয়, তাকে অসিদ্ধতৎসম শব্দ বলে যেমন- কৃষাণ, ঘর, চল, ডাল, প্রভৃতি শব্দ।

১.খ. অর্ধতৎসম শব্দ:- যে সমস্ত শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক/ সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃতের মাধ্যমে না এসে সোজাসুজি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং পরবর্তীকালে লোকমুখে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও বিকৃতি লাভ করেছে তাকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে যেমন-কৃষ্ণ >কেষ্ট, নিমন্ত্রণ> নেমন্তন্ন ক্ষুধা> খিদে, রাত্রি >রাত্তির প্রভৃতি।

১. গ. তদ্ভব শব্দ:- যে সমস্ত শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতি থেকে সোজাসুজি বাংলা ভাষায় আসেনি মধ্যবর্তী প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলা হয়। খাঁটি বাংলার মূল শব্দ সম্পদ হল তদ্ভব শব্দ। এই শব্দ আবার দুই প্রকার যথা- নিজস্ব তদ্ভব ও বিদেশি তদ্ভব।

- ✓ নিজস্ব তদ্ভব:- যেসব তদ্ভব শব্দ যথার্থই বৈদিক সংস্কৃতির নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব শব্দ বলা হয়ে থাকে। যেমন- ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইন্দরা, উপাধ্যায় > উবজঝাঅ > ওঝা, একাদশ > এগারহ > এগারো।
- ✓ বিদেশি তদ্ভব শব্দ:- যেসব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো- ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ হিসাবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে সে সব শব্দকে বিদেশি তদ্ভব শব্দ বলা হয়ে থাকে। যেমন—

  ক. ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ থেকে—দ্রাখ্‌মে (গ্রিক) > দ্রম্য (সংস্কৃত) >দম্ম (প্রাকৃত) > দাম (বাংলা)।

  খ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ভিন্ন অন্য বংশ থেকে- পিটল্ল (তামিল) > পিল্লিক (সংস্কৃত) > পিল্লিঅ (প্রাকৃত) > পিলে (বাংলা) ।

২. আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ:- যেসব শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত হয়ে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে সেই শব্দগুলিকে আগন্তুক শব্দ বা কৃতঋণ শব্দ বলা হয়। এই কৃতঋণ শব্দ (Loan Word) বা আগন্তুক শব্দ কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে থাকি। যথা- দেশি শব্দ ও বিদেশি শব্দ

২. ক. দেশি শব্দ:- যেসব শব্দ আমাদের দেশের অন্যান্য ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে তাকে দেশি কৃতঋণ শব্দ বা দেশি শব্দ বলে। এই দেশি কৃতঋণ শব্দ কে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যথা-

- ✓ অন্ আর্য দেশি কৃতঋণ:- এদেশীয় অস্ট্রিক, কোল বা দ্রাবিড়, ভাষা বংশ থেকে যেসব শব্দ সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে তাকে অন্ আর্য দেশি কৃতঋণ শব্দ বলে। যেমন- ডাব, ঝাঁটা, ঝোল, ডোম, ঝিঙ্গা, কুলা, কান্দি, মুড়ি, উচ্ছে, খুকি, ইত্যাদি।
- ✓ আর্য দেশি কৃতঋণ শব্দ:- যে সকল শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যান্য শাখা থেকে বাংলায় এসেছে তাকে আর্য দেশি কৃতঋণ শব্দ বলা হয়। যেমন- হিন্দি- সেলাম, মস্তান, ওস্তাদ, ইত্যাদি। গুজরাটি- হরতাল ইত্যাদি।

২.খ. বিদেশি শব্দ:- যে সকল শব্দ এ দেশের বাইরের কোন ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে সেই শব্দগুলিকে বিদেশি শব্দ বলা হয় যেমন-

গ্রিক শব্দ:- যবন, কোণ, হোরা, ইত্যাদি।

পোর্তুগিজ শব্দ:- আলকাতরা, আলপিন, আলমারি, আনারস, সাবান, আয়া, পাদ্রী, কাজু, বোমা, আতা, ওলন্দাজ, ফরাসি, বোম্বাই, প্রভৃতি।

ফরাসি শব্দ:- বুর্জোয়া, কাফে, কার্তুজ, মাদাম, রেস্তোরাঁ, গ্যারেজ, এলিট, প্রভৃতি।

ফারসি শব্দ:- সরকার, দরবার, উজির, খরচ, জাহাজ, কামান, প্রভৃতি।

আরবি শব্দ:- অহিন, আক্কেল, তাজ্জব, কেচ্ছা, কদর, আমল, সাহেব, হাকিম, প্রভৃতি।

ওলন্দাজ শব্দ:- হরতন, রহিতন, ইস্কাপন, তুরুপ, প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ:- পুলিশ, আপিল, ইঞ্জিন, নম্বর, হ্যান্ডেল, ইঞ্চি, টেবিল, ডাক্তার, বান্ডিল, আস্তাবল, মাস্টার, ম্যানেজার, নেট, রোমান্স, ট্রেন, অফিস, কেয়ার, প্রভৃতি।

তুর্কি শব্দ:- আলখাল্লা, কাঁচি, কাবু, কুলি, বাবুর্চি, মুচলেকা, প্রভৃতি।

চীনা শব্দ:- চা, চিনি, লিচু, প্রভৃতি।

৩. নবগঠিত শব্দ:- উপরে উল্লেখিত এই সমস্ত শব্দ ছাড়াও বাংলা ভাষায় বেশকিছু নবগঠিত শব্দের প্রচলন রয়েছে। এই নবগঠিত শব্দ কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে থাকি। যথা- অবিমিশ্র শব্দ ও মিশ্র শব্দ।

৩.ক. অবিমিশ্র শব্দ:- যেমন- অনিকেত অতিরেক প্রভৃতি।

৩.খ. মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ:- যে সকল শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উপাদানের সংযোগে গঠিত হয়ে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হয়ে চলেছে তাকে আমরা মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ বলে থাকি।

যেমন- হেড (ইংরেজি) + পন্ডিত (বাংলা) = হেডপন্ডিত, ফি (ফরাসি) + বছর (বাংলা) =ফিবছর।

- **খন্ডিত শব্দ:-**খন্ডিত শব্দ (Clipped words) বিদেশি ভাষায় বেশি দেখা যায়। একটি শব্দের গোড়ার অংশ বা মাঝের অংশ বা শেষের অংশ ছেঁটে তৈরি হয় একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো শব্দ। ইংরেজিতে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। যেমন- omnibus থেকে bus, aeroplane থেকে plane, photograph থেকে photo প্রভৃতি অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।
- **অনুবাদ ঋণ শব্দ:-** এক ভাষার শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বা এমনকি সম্পূর্ণ বাক্য অনেকসময় আরেক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে গৃহীত হয়। বাংলাতেও এই ভাবে এসেছে অনেক শব্দ ও শব্দবন্ধ। যেমন- সুবর্ণসুযোগ (golden opportunity), সুবর্ণ যুগ-(golden age), কালোবাজার-(black maeket) প্রভৃতি।

.....

,